□

৩১.০ উদ্দেশ্য

৩১.১ প্রস্তাবনা

৩১.২ ধ্যানধারণা তত্ত্ব ও মতাদর্শ

৩১.৩ মতাদর্শ বিভিন্নতা

৩১.৩.১ মতাদর্শের আর্থ-সামাজিক উৎসভূমির ভিন্নতা

৩১.৪ মতাদর্শের উপযোগিতাগত কার্যাবলী

৩১.৪.১ মতাদর্শ ও সামাজিক ক্ষমতা বণ্টন

৩১.৪.২ মতাদর্শ ও রাজনৈতিক পরিবর্তন

৩১.৫ মতাদর্শের অবসান

৩১.৬ সারাংশ

৩১.৭ অনুশীলনী

৩১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- রাজনীতিক মতাদর্শ বলতে কী বোঝায়?
- রাজনীতিক ধারণা, তত্ত্ব ইত্যাদির সাথে মতাদর্শের পার্থক্য কী?
- মতাদর্শের ভিন্নতার কারণ কী?
- মতাদর্শের কার্যকরী উপযোগিতা কী কী?
- রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও পরিবর্তনে মতাদর্শের ভূমিকা।
- মতাদর্শের অবসান বলতে কী বোঝায়?

আধুনিক রাজনীতিশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিতব্য বিষয় হল রাজনীতিক মতাদর্শ, এবং বিবিধ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে এর সম্পর্ক। যে-কোনও জনসমাজের রাজনীতিক ব্যবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

ও প্রক্রিয়াসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করার সময় একটি বিশেষ রাজনীতিক মতাদর্শের প্রেক্ষিত খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এর কারণ ইঙ্গিত করতে গিয়ে Alan R. Ball বলেছেন যে, প্রতিটি রাজনীতিক ব্যবস্থায় নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ এক মূল্যবোধ-কাঠামোর মধ্যেই সম্পাদিত হয়। (....in every type of political system, policies are formulated and decisions are made within a value-frame-work.) তুলনামূলক রাজনীতির পরিসরে তাই ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতিক ব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণে ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতিক মতাদর্শের প্রসঙ্গ ও পটভূমি অনিবার্যত এসে পড়ে। তাই বলা চলে, কোনও রাজনীতিক ব্যবস্থা ও তার অন্তর্গত প্রক্রিয়া-প্রতিষ্ঠানসমূহের আলোচনা-বিশ্লেষণে রাজনীতিক মতাদর্শ এক অপরিহার্য সহায়ক উপাদান।

কিন্তু মূল প্রশ্নটি হল, মতাদর্শ, বা বিশেষভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শ বলতে ঠিক কী বোঝায়? মতাদর্শ বা এর ইংরিজী প্রতিশব্দ Ideology কথাটি বর্তমানে নানা অনির্দিষ্ট অর্থে প্রচলিত হলেও এই শব্দটির প্রথম প্রয়োগ করেন ফরাসী চিন্তাবিদ Destutt de Tracy ১৭৯৭ সালে। মূলত অধিবিদ্যামূলক ভাবধারার বিরোধীরূপে তিনি 'ভাবধারার বিজ্ঞান' রূপে মতাদর্শ শব্দটি ব্যবহার করেন। অতীতের অবৈজ্ঞানিক অধিবিদ্যামূলক চিন্তাধারার বিপক্ষে ফরাসী বিপ্লবকালীন যুক্তিভিত্তিক সংহত ভাবধারাকে বোঝাতেই তিনি নতুন শব্দটির উদ্ভাবন করেন।

রাজনৈতিক ধারণাসমূহ (Political ideas), রাজনৈতিক তত্ত্ব বা মতবাদ (Political theory) ও রাজনৈতিক মতাদর্শ (Political ideology)—এগুলি আপাতভাবে সমার্থক মনে হলেও প্রকৃত বিচারে সুনির্দিষ্ট অর্থে এদের মধ্যে অবশ্যই কিছু পার্থক্য বর্তমান। রাজনৈতিক ধ্যানধারণা বলতে সাধারণত বিশেষ বিশেষ বা খণ্ড খণ্ড সামাজিক বিষয় বা প্রশ্ন সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামতকে বোঝায়। এর মধ্যে কোনও সুসংবদ্ধ সামগ্রিক তত্ত্বের হদিশ থাকে না। যেমন, সার্বভৌমত্বের ধারণা, সাম্যের ধারণা বা স্বাধীনতার ধারণা ইত্যাদি। কিন্তু খণ্ড খণ্ড ধারণাকে ঘিরে সুসংবদ্ধ চিন্তাধারা গড়ে উঠতে পারে এবং তখন আমরা তাকে তত্ত্ব বা মতবাদ নামে অভিহিত করতে পারি। যেমন, সার্বভৌমত্বকে ঘিরে একত্ববাদী বা বহুত্ববাদী তত্ত্ব; সাম্য সম্পর্কে উদারনীতিক তত্ত্ব বা সমাজবাদী তত্ত্ব; কিংবা স্বাধীনতা বিষয়ে উদারনীতিবাদী বা মার্ক্সীয় তত্ত্ব।

তবে তত্ত্ব বা মতবাদের সঙ্গে মতাদর্শের (Ideology) পার্থক্য সাধারণভাবে তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু অন্তত দু'টি পার্থক্যের কথা এখানে বিশেষ উল্লেখনীয়। প্রথমত, তত্ত্ব বা মতবাদের সাথে তুলনায় মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীগত ব্যাপকতা অনেক বেশি। মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনেক বেশি সামগ্রিকতা লক্ষ্যণীয়। তুলনায় তত্ত্ব বা মতবাদের দৃষ্টিকোণ অনেক সীমিত ও খণ্ডিত। দ্বিতীয়ত, তত্ত্ব বা মতবাদের মধ্যে ততখানি কর্মসূচীর দায়বদ্ধতা থাকে না যতখানি থাকে মতাদর্শের ক্ষেত্রে। মতাদর্শ বলতে এমন এক ভাবাদর্শের ব্যবস্থাকে বোঝায় যা আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনে করণীয়ের ইঙ্গিত দেয়। C. J. Friedrich এবং J. K. Brzeziuski রাজনৈতিক মতাদর্শকে "action-related system of ideas" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এঁদের মতে, রাজনৈতিক মতাদর্শ মাত্রেই কোনও-না-কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ বা পরিবর্তনের কাজে নিয়োজিত।

প্রকৃতপক্ষে, রাজনৈতিক মতাদর্শের এই কর্মসূচী-দায়বদ্ধ চরিত্রটিই কোনও কোনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর চোখে অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। যেমন, Preston King মনে করেন, Ideology "may or may not possess a logical or philosophical character at all; but it must possess a political character, i.e. a content without which it cannot be described an ideology—a guide to direct political action". এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ আবার রাজনৈতিক দর্শন ও রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে পার্থক্যের উপর জোর দেন এবং বলেন যে, রাজনৈতিক দর্শন চিন্তা ও উপলব্ধিকে অনুপ্রাণিত করে, অন্যদিকে রাজনৈতিক মতাদর্শের ঝোঁক, কার্য ও দায়বদ্ধতার প্রতি। ("Political philosophy evoks reflection & understanding, while ideology is more likely to imply commitment & action".)

সংক্ষেপে তাই মতাদর্শ বলতে বোঝায় এমন এক কর্মমুখী চিন্তাধারা যার সাথে বিশ্লেষণ, যুক্তি পরম্পরা, যথার্থতা, বৈধতা এবং বিশ্বাসও জড়িত। আর রাজনৈতিক মতাদর্শ বলতে বোঝায় এমন এক কর্মমুখী চিন্তাগুচ্ছ যা কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া-প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৌদ্ধিকভাবে সমর্থন করে ও গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

প্রকৃতি বিচারে রাজনৈতিক মতাদর্শকে নানাদিক থেকে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, কোনও কোনও মতাদর্শের আভ্যন্তরীণ বিন্যাস অপেক্ষাকৃত শিথিল ও অসংবদ্ধ, যদিও তার আবেদনে আবেগ ও উন্মাদনা প্রবল। আবার কোনও কোনও মতাদর্শের সংহতি, বৌদ্ধিক পারম্পর্য ও বিন্যাস অনেক বেশি ঘনসন্নিবদ্ধ ও সুগ্রথিত। ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদের মতো মতাদর্শে যতখানি আবেগ ও উন্মাদনার তীব্রতা ততখানি যুক্তির পারম্পর্য ও সংহতি নেই। অন্যদিকে, উদারনীতিবাদ অথবা মার্ক্সবাদে যুক্তির সংগতিপূর্ণ বিন্যাস তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

আবার দৃষ্টিভঙ্গীগত চরিত্রের বিচারে মতাদর্শকে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী—প্রধানত এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। অসাম্য ও বৈষম্যমূলক সমাজ-রাজনৈতিক কাঠামো ও ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার পক্ষে যেসব মতাদর্শ তাকে দক্ষিণপন্থী মতাদর্শ বলা যায়। অপরপক্ষে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যের বিপক্ষে যেসব মতাদর্শ তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তোলে ও ঐসব অসাম্য-বৈষম্যের অপসারণে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তাকে বামপন্থী মতাদর্শ বলে।

অনেকে আবার দৃষ্টিভঙ্গীগত বা উদ্দেশ্যগত দিক থেকে মতাদর্শকে রক্ষণশীল ও বৈপ্লবিক—এই দুই ভাগে ভাগে করার পক্ষপাতী। যেসব মতাদর্শ স্থিতাবস্থা বজায় রাখার অথবা স্থানকালের সাথে সাযুজ্য বজায় রাখতে ক্রমিক সংস্কারের মাধ্যমে ক্রমান্বয় রূপান্তরে বিশ্বাসী তাদের রক্ষণশীল বা স্থিতাবস্থাকামী মতাদর্শ হিসেবে গণ্য করা যায়। অন্যদিকে সমাজের বৈপ্লবিক ও প্রয়োজনে সহিংস বা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমূল অগ্রগামী রূপান্তরে বিশ্বাসী যেসব মতাদর্শ তাদের বৈপ্লবিক মতাদর্শ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে একটি বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্থিতাবস্থাগামী মতাদর্শের চাইতে বৈপ্লবিক মতাদর্শ আপাতভাবে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৩১.৩.১ মতাদর্শের আর্থ-সামাজিক উৎসভূমির ভিন্নতা

যে-কোনও মতাদর্শের উৎসভূমির সন্ধানে গিয়ে অনিবার্যভাবেই খুঁজে পাওয়া যাবে কোনও-না-কোনও আর্থ-সামাজিক পটভূমি। আর এই আর্থ-সামাজিক ভিত্তিভূমিকে বাদ দিয়ে কোনও মতাদর্শকে যথাযথভাবে বোঝা যায় না। সমাজের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে যে স্ববিরোধ বা সংঘাত মূর্ত হতে থাকে তার প্রকৃতি বিচার করে তা থেকে উত্তরণের পথ নির্ধারণ করার চেষ্টাতেই গড়ে ওঠে কোনও-না-কোনও মতাদর্শ। ফলত, সংশ্লিষ্ট আর্থ-সামাজিক পটভূমির চরিত্র এবং তার অভ্যন্তরে স্ববিরোধ-সংঘাতগুলির প্রকৃতিই নিরূপণ করে নির্দিষ্ট মতাদর্শের গতিপ্রকৃতি ও চরিত্র। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে যে বাণিজ্যিক পুঁজির ও বণিক পুঁজিপতিদের উদ্ভব ঘটছিল এবং এসবের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী দমনপীড়নের নাগপাশের বিরুদ্ধে আমজনতার যে বিক্ষোভ তারই পটভূমিতে উদারনীতিবাদী মতাদর্শের জন্ম হয়েছিল। অনুরূপভাবে ইতিহাসের ভিন্ন এক পর্যায়ের উত্তরণ পর্বে জন্ম নিয়েছিল মার্ক্সবাদী বা সাম্যবাদী মতাদর্শ যা বিকশিত পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক পটভূমির অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা স্ববিরোধ ও সংঘাতের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও তার সমাধানের পথনির্দেশ করতে চেয়েছে। আবার বিপরীত দিক থেকে, নাৎসীবাদ বা ফ্যাসীবাদী মতাদর্শের চরিত্রকে যথাযথভাবে বুঝতে গেলে যে নির্দিষ্ট ইতিহাসগত আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে এদের জন্ম এবং সেই পটভূমিতে পরিব্যাপ্ত যে সংকট ও সংঘাত তার চরিত্রকে বিশ্লেষণ করাটা জরুরি।

কার্ল ফ্রিডরিশ, ডি. কে. ব্রেজিনস্কি, রবার্ট ডাল, অ্যালান বল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনীতিক মতাদর্শের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞা নিরূপণে তার দায়বদ্ধ কর্মমুখী চরিত্রটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজনৈতিক কর্মধারার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত চিন্তাবিন্যাসই যে রাজনৈতিক মতাদর্শ এ কথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মহলে প্রায় সর্ববাদীস¥ত ধারণা। বস্তুত, রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রধান ভূমিকাই হল কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক ও পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা। অবশ্য এই প্রধান ও প্রাথমিক ভূমিকার পাশাপাশি মতাদর্শের আনুষঙ্গিক আরও কিছু উপযোগিতামূলক অবদান উপেক্ষণীয় নয়।

প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা বণ্টনের এক ধারা রাজনীতির কাঠামোগত বিন্যাসের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। রাজনীতির কাঠামোগত বিন্যাসের সাথে সমাজে ক্ষমতা বণ্টনের ধারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই রাজনীতির কাঠামোগত বিন্যাসে যেমন মতাদর্শের সমর্থন থাকে তেমনি সমাজে ক্ষমতা বণ্টনের ধারাকে বৈধতা দান করাও মতাদর্শের অন্যতম কার্যকরী ভূমিকা হিসেবে গণ্য হয়। উদারনীতিবাদী মতাদর্শ গণসার্বভৌমত্বের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সার্বজনীন ভোটাধিকার, জনমত গঠনে গণমাধ্যমগুলির স্বাধীন ভূমিকা, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীসমূহের সক্রিয় কর্মপ্রয়াস ইত্যাদিকে বৈধতা দেয়। ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শাসনতান্ত্রিক পথে অবাধ প্রতিযোগিতার স্বীকৃতি থাকে—আর্থনীতিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সমূহের আইনগত সমমর্যাদা, রাজনীতিতে একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি এবং নানাপ্রকার প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার স্বীকৃতি ও বৈধতা দান

উদারনীতিবাদের অবদান। অনুরূপভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, পূর্বেকার প্রাধান্যকারী শ্রেণীসমূহের অবদমন এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাম্যবাদী দলের একক প্রাধান্যকারী ভূমিকা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের দ্বারা স্বীকৃত। এককথায়, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার সপক্ষে তাত্ত্বিক সমর্থন গড়ে তোলে এবং তার বৈধতা সৃষ্টির মাধ্যমে তার স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকে।

মতাদর্শের এই সর্বপ্রধান কার্যকরী ভূমিকাটির পাশাপাশি তার অন্যান্য উপযোগিতামূলক অবদানও উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজের বিভিন্ন অংশ ও গোষ্ঠীর দাবীদাওয়ার নায্যতা, ও বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে মতাদর্শের সাহায্য গ্রহণ করে। বস্তুত মতাদর্শের প্রেক্ষিত ব্যতীত সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দাবীদাওয়া নিজ নিজ যথার্থ ও বৈধতা প্রতিপন্ন করতে ব্যর্থ হয়। তাই বলা যায়, সমাজে নানান দাবীদাওয়া সংকলিত ও উপস্থাপিত হয় প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শের নিরিখে।

এ ছাড়াও কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাসঙ্গিকতা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের যথাযোগ্যতা ও বিচার করা হয় সংশ্লিষ্ট মতাদর্শের মাপকাঠিতে। শুধু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেই নয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা বিচার করার ক্ষেত্রেও মতাদর্শের প্রেক্ষিত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, উদারনীতিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মান্ধতাপ্রসূত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের এবং মৌলবাদী কর্মকাণ্ডের যথার্থতা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

উপরন্তু আর একটি ব্যাপারেও রাজনৈতিক মতাদর্শ বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। বিভিন্ন দেশে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক 'এলিট' সম্প্রদায় নির্দিষ্ট মতাদর্শের দোহাই দিয়ে তাঁদের উচ্চাশা চরিতার্থ করতে ঘোষিত লক্ষ্যের সপক্ষে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে সমবেত করতে সক্ষম হন। নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রেক্ষিত থেকেই তাঁরা কখনও 'গণতন্ত্রের স্বার্থে' কখনও 'সমাজতন্ত্রের স্বার্থে' আবার কখনও 'জাতীয় গরিমার স্বার্থে' জনগণের মধ্যে আবেগময় উদ্দীপনা সঞ্চার করে তাঁদের উচ্চাভিলাষী অভিযান, এমনকি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণাও করেন, এবং সেই অভিযান বা যুদ্ধের সপক্ষে দেশের ব্যাপক জনসমষ্টিকে সমবেত করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে পশ্চিমী দুনিয়ায়, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজবাদী দুনিয়ার বিরুদ্ধে জনগণকে একজোট করতে 'গণতন্ত্র রক্ষা'র দোহাই দেওয়া হয়েছে। আবার সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীকে এবং তার আন্দোলনকে প্রতিহত করতে 'সমাজতন্ত্র রক্ষা'র দোহাই দেওয়া হয়েছে। পূর্ব ইউরোপে 'সলিডারিটি' আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারি অভিযান এবং চীনের তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারের ঘটনা এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। আবার ইউরোপে বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী শক্তি 'জাতীয় গরিমা' রক্ষার দোহাই দিয়ে নিজেদের শক্তিকে সংহত করেছে এবং আগামী অভিযান পরিচালনা করেছে। এমনকি সাম্প্রতিককালেও প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় রাখছে বর্ণবিদ্বেষী কিছু দক্ষিণপন্থী উগ্রবাদীরা।

মতাদর্শ ও রাজনৈতিক পরিবর্তন

বিদ্যমান কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দান করতে এবং তাকে স্থায়িত্ব দিতে যেমন সংশ্লিষ্ট মতাদর্শ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তেমনি ঐ ব্যবস্থার পটভূমিতে কোনও বিপরীত মতাদর্শের

কাজ হল বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ অসংগতি, সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে ঐ ব্যবস্থার পরিবর্তন, আমূল রূপান্তর বা উচ্ছেদে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

বস্তুত, রাজনীতিক পরিবর্তন একটি সার্বজনীন ঘটনা বা বিষয়, যদিও এই পরিবর্তনের ধারা বা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই পরিবর্তনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয় না যেহেতু সময় ও পরিস্থিতি সর্বদা গতিশীল। কিন্তু পরিবর্তন প্রক্রিয়া কখনও যেমন বৈপ্লবিক তেমনি কখনও ক্রমিক ও ধীরগতিসম্পন্ন, কখনও পরিবর্তন যেমন আপোষধর্মী কখনওবা তা সংঘাতপূর্ণ; কখনও যেমন রক্তক্ষয়ী তেমনি কখনও রক্তপাতহীন। তবে সাধারণভাবে এ কথা বলা যায় যে, কোনও বিদ্যমান ব্যবস্থার সপক্ষে যে মতাদর্শ সে মতাদর্শ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও সেই পরিবর্তনকে ক্রমিক আপোষমুখী ও শান্তিপূর্ণ হবার দাবী জানায়। অন্যদিকে, বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে স্পষ্টত অসঙ্গতিপূর্ণ ও বিরোধিতামূলক সম্পর্কে স্থিত মতাদর্শ পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে কিছুটা সংঘাতময় ও আপোষহীন ধারার অনুসারী করতে সচেষ্ট হতে হয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, রাজনৈতিক পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধানত দু'ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন স্থিতাবস্থা-রক্ষাকারী রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে, ঠিক তেমনি পরিবর্তনকামী রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবও বাস্তব রাজনৈতিক কর্মধারার উপর কম নয়। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে যে, স্থিতাবস্থা রক্ষাকারী মতাদর্শ যেমন একদিকে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দান করে তার স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করতে চায় তেমনি অন্যদিকে এতদ্দ্বারা বিরোধী শক্তিকে দুর্বল ও নিরস্ত্র করতে চেষ্টা করে। আবার পরিবর্তনকামী বা বৈপ্লবিক মতাদর্শ প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান সৃষ্টি করে তেমনি আবার পরিবর্তনের ধারাকে প্রভাবিত করে সামাজিক রূপান্তর সাধনে এক কার্যকর শক্তি হয়ে ওঠে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, রাজনীতিক ব্যবস্থার সাথে নির্দিষ্ট রাজনীতিক মতাদর্শের সংযোগ-সংগতি নির্ণয় করা বিশেষ কষ্টসাধ্য কোনও ব্যাপার নয়। সচরাচর আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাসমূহের প্রেক্ষাপট জুড়ে কোনও-না-কোনও মতাদর্শগত কাঠামো বা একাধিক মতাদর্শের সমন্বয়ে ধারার হদিশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কিছু রাজনীতিক ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ও মূল্যবোধের সুসংহত বিন্যাসের ভিত্তিতে সচেতনভাবে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গড়ে তোলা ও পরিচালনা করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

অথচ এরই পাশাপাশি অতি সাম্প্রতিক কালে—অর্থাৎ, বিগত প্রায় তিন-চার দশকে 'মতাদর্শের অবসান' (End of Ideology) সংক্রান্ত ধারণাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ্‌দের মহলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ড্যানিয়েল বেল (The End of Ideology), জন কেনেথ গলব্রেথ (The New Industrial State) প্রমুখ চিন্তাবিদরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শিল্প-সভ্যতার দ্রুত প্রসার ও আধুনিক প্রযুক্তির বিস্তারের দাবীতে মতাদর্শগত কঠোরতার ভিত্তি বহুলাংশে শিথিল হয়ে এসেছে। এঁদের মতে, আধুনিক কালের শিল্পোন্নত বহুত্ববাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার (Plural Society) কোনও বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি একরোখা মনোভাব

বা একমুখী দায়বদ্ধতা অবাঞ্ছিত ও অস্বাভাবিক। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীগুলির মনোভাবেও এই মতাদর্শগত আনুগত্যের প্রশ্নে অনেক শিথিলতা ও বিপরীত মতাদর্শ সম্পর্কে সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক দলের মধ্যে মতাদর্শগত ব্যবধান প্রকৃত বিচারে অত্যন্ত স্বল্প। অনুরূপভাবে, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে রক্ষণশীল দল ও সমাজ গণতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যেকার পুরোনো মতাদর্শগত ব্যবধান আজ আর ততখানি দুস্তর ও অনতিক্রম্য নয়। অন্যদিকে, অধুনা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে পুরোনো সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের কঠোরতা বিপুল মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে। ধনতান্ত্রিক বাজার-অর্থনীতির সাথে আপোষের মাধ্যমে 'বাজার সমাজতন্ত্র' (Market Socialism) নামক ধারণার জন্ম হয়েছে। অতি সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের নানা প্রান্তে 'উদারীকরণ', 'বেসরকারিকরণ', 'বিশ্বায়ন' ইত্যাদির প্রবল অভিঘাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার মতাদর্শগত ভিত্তি ক্রমশ শিথিল হচ্ছে।

বিশ শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি ফ্রেডারিখ ওয়াটকিনস্ তাঁর "The Age of Ideology" গ্রন্থে মতাদর্শ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে মতাদর্শের মধ্যে একটা রাজনৈতিক একরোখামি বর্তমান। আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "মতাদর্শগত উগ্রতার প্রতি ক্রমক্ষীয়মাণ সমর্থন এবং সাংবিধানিক গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে বোঝাপড়ার মনোভাবের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ একালের প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।" একালের প্রেক্ষিতে এই অভিমতের প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমকালীন বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যদিও এই মতের সমর্থক নন তবু 'মতবাদের অবসান' ধারণাটি ক্রমশ অধিক স্বীকৃতি লাভ করছে।

মতাদর্শহীনতার কথা নতুন করে উঠেছে দীর্ঘ পাঁচ দশকের ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানে। সমাজতন্ত্র বনাম ধনতন্ত্রের মতাদর্শগত লড়াইয়ে সমাজতন্ত্রের একতরফা পিছিয়ে আসা ও ক্রম-অবলোপের পর রাজনীতি, আন্তর্জাতিক বা জাতীয় উভয়ক্ষেত্রেই বাস্তবতাবোধে পরিচালিত করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু নিছক বাস্তবতাবোধও একরকমের মতাদর্শই। সুতরাং, মতাদর্শহীনতা কথাটি ভ্রান্তিজনক। বরং বলা যায়, একটি প্রবল মতাদর্শের অবলোপের ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় সেটি ভরাট হতে বেশকিছু সময় লাগে।

ব্যবহারিক রাজনীতির সাথে রাজনীতিক মতাদর্শের সম্পর্ক আধুনিক রাজনীতি শাস্ত্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু রাজনীতিক মতাদর্শ বিষয়ে সাধারণত কিছু ধারণাগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক ধারণা, রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে রাজনীতিক মতাদর্শকে অনেকে সমার্থক বিবেচনা করেন। প্রকৃত বিচারে রাজনীতিক মতাদর্শ বলতে বোঝায় এমন এক কর্মমুখী চিন্তাগুচ্ছ যার সাথে বিশ্লেষণ, যুক্তি-পারম্পর্য, যথার্থতা, বৈধতা এবং বিশ্বাস সমন্বিত।

মতাদর্শের মূল চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল এর কর্মমুখী দায়বদ্ধতা। অর্থাৎ, কোনও একটি রাজনীতিক মতাদর্শ একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া-প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৌদ্ধিকভাবে সমর্থন করে তাকে গড়ে উঠতে ও টিকে থাকতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, প্রচলিত কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসংগতি

ও সীমাবদ্ধতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে মতাদর্শ ঐ ব্যবস্থার পরিবর্তন অথবা বিনাশে সচেষ্ট হয়। উপরন্তু সমাজে ক্ষমতার কাঠামোগত বিন্যাসের পটভূমিতে মতাদর্শের ভূমিকা সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ।

পরিশেষে, বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রাগ্রসর শিল্প-সভ্যতার পটভূমিতে এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের অভূতপূর্ব প্রসারের প্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানীদের একাংশ 'মতবাদের অবসান' নামক ধারণাটি গড়ে তুলেছেন। ধারণাটি অবশ্যই বিতর্কমূলক।

১। উদাহরণসহ রাজনৈতিক মতাদর্শের সংজ্ঞা দিন।

২। রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য কী?

৩। রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

৪। আর্থ-সামাজিক উৎসভূমির উপর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রকৃতি কতখানি নির্ভরশীল?

৫। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক মতাদর্শের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৬। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক মতাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন।

৭। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণে মতাদর্শের ভূমিকা কী?

৮। রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মতাদর্শের ভূমিকা কী?

৯। 'মতাদর্শের অবসান' বলতে কী বোঝায়?

১০। 'মতাদর্শের অবসান' ধারণাটি কতদূর গ্রহণযোগ্য?

১। Alan R. Ball : Modern Politics & Government

২। Finer S. E. : Comparative Government

৩। Carl J. Friedrich & J. K. Brezinski : Totalitarian Dictatorship & Autocracy

৪। Preston King & B. Parekh : Politics & Experience

৫। D. Bell : The End of Ideology

৬। Johari J. C. : Comparative Politics

৭। নির্মলকান্তি ঘোষ : আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা।